স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 8th July 1964 { ৮ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

S. P. Servic(e)

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রূপের চাকচিক্য ও বিপুলতা আধার

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

চরকার চোর ধরা

—•—

ইংরেজ যখন এদেশে আসেনি, তখন এদেশের লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র দেশের লোকে নিজেরাই করিয়া লইত। দেশে কাপাস জন্মিত, তাতেই হতো তুলো। সেই তুলো চরকায় কেটে সুতো তৈরী ক'রে, তাঁতির বাড়ী সুতো দিয়ে, কাপড় বুনিয়ে নিতো। পতিপুত্রহীনা বিধবারা এই চরকা কেটে সুতো তৈরী ক'রে, সেই সুতো বাজারে বিক্রী ক'রে, যে মূল্য পেতো, তার লভ্যাংশ গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যয় করতো, আর যা তার মূলধন, সেই অর্থ দিয়ে হাটে নূতন তুলো কিনে এনে, তাতেই আবার সুতো তৈরী করতো। এই সব অনাথা বিধবার একমাত্র ভরসা ছিল চরকা। এক একটী বিধবা এতে বেশ উপার্জ্জন করতো। এদের মুখের কথা নিয়ে, দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। চরকা-কাটুনি বিধবা, চরকার উপর এত ভরসা রাখতো যে, সে বলতো—

"চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমি
দুয়োরে বাঁধবো হাতী॥"

এক কুটির-বাসিনী অনাথা বৃদ্ধা রোজ চরকা কাটতো। হাটে সুতো বেচে, সন্ধ্যায় বাড়ী এসে উনুনে ভাত চড়িয়ে দিয়ে, ওদিকে ভাত ফুটতো, সে তখনও সুতো কাটতো। সে মাঝে মাঝে ঐ ছড়াটা বল্‌তো। এক চোর তা শুনে ভাবলো—বুড়ী চরকার দৌলতে দুয়োরে হাতী বাঁধতে চায়! না জানি চরকা কেটে সে কত টাকাই না করেছে! একদিন বুড়ী হাটে গেলে, চোর তার কুঁড়ে ঘরের ঝাঁপ খুলে এক কোণে একটা চাল রাখা মাটীর বড় জালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। মতলব—বুড়ী যখন ঘুমোবে, তখন তাকে সাবাড় ক'রে ঘর খুঁড়ে সব টাকা নিয়ে চম্পট দিবে।

বুড়ী হাটে হ'তে এসে, প্রথমেই লক্ষ্য করলো—তার কুঁড়ের ঝাঁপ সে যেমন ভাবে বেঁধে গেছিলো, তেমন বাঁধন নাই, এ যেন কে খুলে' বেঁধেছে। তখন সন্ধ্যা হ'য়েছে। বুড়ী ঘরে ঢুকে আগেই পিদীমটা জ্বাললো। পিদীম নিয়ে সে একোণ হ'তে ওকোণ যেতেই, জালার আড়ালে চোরের ছায়া তো লুকানো থাকলো না। চোরের টেকো মাথার ছায়া ঘরের বেড়ার উপর পড়লো, বুড়ী এবার ঠিক বুঝেছে—যে ঘরে চোর ঢুকে জালার আড়ালে বসে' আছে। বুড়ী লেখাপড়া না জানিলেও দুঃখের অভিজ্ঞতা তাকে ঢের শিক্ষা দিয়েছে। বুড়ী বসে' তার চরকা নিয়ে, তুলো নিয়ে, সুতো কাটার অছিলা ক'রে, চরকা যে দড়িতে পাক ঘোরে, সেই দড়িটি আলগা ক'রে দিয়ে শুধুই চরকা ঘুরাতে লাগলো। চরকায় আওয়াজ হয় না। বুড়ী তখন চরকাকে ডেকে বল্‌তে লাগলো—বাবা চরকা! তুমি রোজই কথা কও' আজ কেন কথা কওনা বাবা! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই বাবা! চোর বুড়ীর কাণ্ড দেখে অবাক। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো—বুড়ী বুঝি ডাইনী? ওর চরকাতেও কথা কয়! বুড়ীর কথায় চরকা কোনও আওয়াজ করলো না—দেখে বুড়ী চীৎকার করে' কাঁদতে সুরু করে' দিল—"ওগো বাবা গো! আমার কি হল গো! আমার চরকা যে কথা কয় না! আমার আর কেউ নাই গো!" চোর হতভম্ব হ'য়ে বুড়ীর কান্না শুন্‌ছে।

পাড়ার লোকে বুড়ীর এই আর্ত্তনাদ শুনে' সব ছুটে এলো। বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে বুড়ী? কাঁদছো কেন? বুড়ী কান্না থামিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা ক'জন এসেছ বাবা! পাড়ার লোকেরা বললো—বিশ পঁচিশ জন এসেছি।

তখন বুড়ী তাদের বললো—বাবা! আমার ঘরে জালার আড়ালে চোর ব'সে আছে, বাবা! আমি চোর! চোর বলে চেঁচালে বেটা পালাতো; তাই চরকার জন্য কেঁদে চেঁচিয়েছি। লোক জন সব চোরকে ধরে পুলিশে দিল। চোর তখন বলে উঠলো—ধরা তো পড়লাম, বুড়ী! তোর বুজরুকি দেখলাম। ঢের ঢের চুরি করলাম—তোর মত এমন কায়দায় কেউ ফেলতে পারেনি।

"চোরের ধরা না পড়া" মাসতুতো ভাই অনেক আছে। ডাকাত মুরুব্বিও না থাকা নয়। বুড়ীকে এদেশ থেকে অন্য দেশে তফাৎ ক'রে, এই মাসতুতো ভাইকে নিস্তারের উপায় করতে পেরেছিল কি না তা আমাদের জানা নাই। তবে চরকার চোর ধরা দেখে আমাদের কবি নজরুলের গান পাঠকদের শুনাতে' ইচ্ছা করছে। গানটি সব মনে নাই। যতটুকু আছে, তাই বলি—

"ঘোর্, ঘোর্‌রে ঘোর্ ঘোর্‌রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্
স্বরাজ রথের আগমনী
শুনি চাকার শব্দে তোর।
ঘর ঘর তুই ঘোর্‌রে ঘোর্—
ঘর্ঘর ঘর্ ঘুর্ণিতে তোর, ঘুচুক ঘুমের ঘোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর্ণিপাকে বলদর্পীর
তোপ কামানের টুটুক জোর।
ঘোর্ ঘোর্‌রে ঘোর্, ঘোর্‌রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।

তুমি ভারত বিধির দান,
তুমি কাঙাল দেশের প্রাণ,
ঘরের লক্ষ্মী আসবে ঘরে শুনে' তোমার গান।
তুমি দেশের কষ্ট কর নষ্ট
বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর।
ঘোর্ ঘোর্‌রে ঘোর্ ঘোর্‌রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।

ভারত বস্ত্রহীন যখন
কেঁদে ডাকলো "নারায়ণ!"
তুমি লজ্জাহারী করলে মায়ের লজ্জা নিবারণ
দেশ-দ্রৌপদীর হ'রতে বসন
পারলো না দুঃশাসন চোর।
ঘোর্ ঘোর্‌রে ঘোর্, ঘোর্‌রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।"

চরকা না কেটেই, দুয়োরে হাতী বাঁধবার জোগাড় করেছিল। বুড়ী নয় হোঁৎকা মরদ। চরকা

নাকি তাকেও ধরিয়েছে। আমাদের কাজ কি ও-সব কথাতে, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।

নিজের চরকায় তেল দিব যে তারও উপায় নাই। তেলে সব শেয়াল কাঁটা।

ধান আটক অভিযান

সরকারী নির্দ্দেশে খাদ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ পুলিশ সমভিব্যাহারে জঙ্গিপুর মহকুমায় সাগরদীঘি থানার গ্রামসমূহে ধান সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে ঘুরিতেছেন। জোতদারগণের মজুত ধান হইতে পড়তামত ধান সংগ্রহ করা হইতেছে। এই সরকারী আটক ধান মিলে যাইবে।

মিলের মালিক ওজন লওয়ার সময় যাহাতে কোনপ্রকার কারসাজি করিতে না পারেন তৎপ্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষকে কড়া নজর রাখিতে হইবে। নচেৎ নিরীহ জোতদারগণ অযথা হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আগামী ১৬ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েসন পরিচালিত ৪৫ মাইল ও ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এবং উক্ত মাসেই স্থির জলে আর একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য যুগ্মসম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করুন।

সিমেন্টের অভাব

সিমেন্টের অভাব সাধারণভাবে জেলার সর্ব্বত্র। বর্ষায় পুরাতন বসবাসের গৃহ রক্ষার জন্য সাধারণ গৃহস্থদের সিমেন্টের প্রয়োজন কিন্তু মেলা ভার। সিমেন্টের বণ্টন ব্যাপারে দারুণ অব্যবস্থাই ইহার কারণ। দুই বৎসর আগে সিমেন্টের জন্য দরখাস্ত করেও আজ পর্য্যন্ত সিমেন্ট পায় নাই এমন বহু লোক আছেন, আবার এমন সৌভাগ্যবানও কেউ কেউ আছেন যাঁরা সিমেন্টের দরখাস্ত করার অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছেন।

কাবুলী মেওয়া

কাবুলীর পিরীতির নমুনা দেখ—
ঠেকিয়া শিখোনা দেখিয়া শেখ।
প্রথমে মিঠি মিঠি বাৎ ভারী ঠাণ্ডা,
শেষে ভাগ্যে লম্বা ডাণ্ডা।
এরা বোধ হয় জ্যোতিষ জানে,
জলে ডুবিলেও ধরিয়া আনে।
যদি কেহ বা মরে অনাহারে,
তার চেয়ে মৃত্যু ইহাদের ধারে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

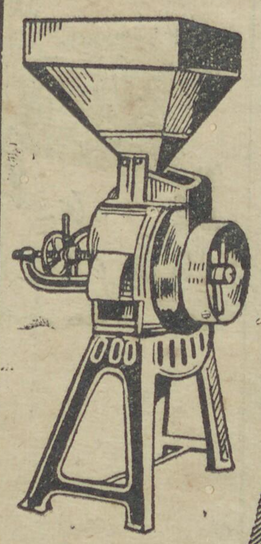

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:-

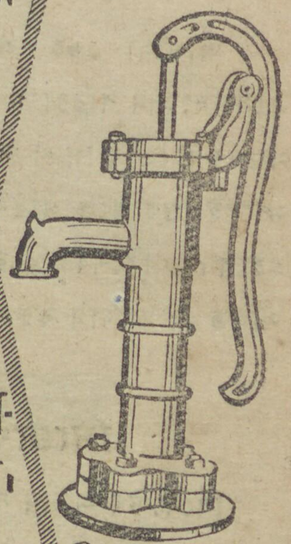

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।